



## 222064 - রোজাদারেরে জন্য য়ে সুন্নতগুলো পালন করা মুস্তাহাব

---

প্রশ্ন

রোজার সুন্নতগুলো কিকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোজা একটিমহান ইবাদত। সওয়াবেরে আশাবাদী রোজাদারেরে সওয়াব আল্লাহ ছাড়া আর কটে জাননে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলনে: “বনআদমেরে প্রত্যকেটিকাজেরে সওয়াব তার নিজেরে জন্য; রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য; আমহি রোজার প্রতদিন দবি।”[সহহি বুখারী (১৯০৪) ও সহহি মুসলমি (১১৫১)]

রমজানেরে রোজা ইসলামেরে একটিরোকন। রোজা ফরজ হোক অথবা নফল হোক একজন মুসলমানেরে রোজা পালনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; যাতে সে আল্লাহর কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতদিন পতে পারে।

রোজার অনকে সুন্নত রয়েছে। যমেন-

এক:

রোজাদারকে কটে গালি দলি অথবা তার সাথে ঝগড়া করলে এর বনিমিয়ে তার সাথে ভাল ব্যবহার করে বলবে: “আমি রোজাদার”।

দুই:

রোজাদারেরে জন্য সহেরী খাওয়া সুন্নত। সহেরীর মধ্যে বরকত রয়েছে।

তনি:

অনতবিলিমবে ইফতার করা সুন্নত; আর দেরেতি সহেরী খাওয়া সুন্নত।

চার:



কাঁচা খজের দিয়ে ইফতার করা; কাঁচা খজের না পলে শুকনো খজের দিয়ে; শুকনো খজেরও না পলে পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত।

পাঁচ:

ইফতারের সময় এই দোয়াটি পড়া

"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَأَبْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَنَبَّتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللّهُ"

“তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শরিগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতদিন সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ”।

এ সংক্রান্ত দলিলগুলো জানতে [39462](#) নং প্রশ্নের জবাব দেখুন।

ছয়:

রোজাদারের বেশি বেশি দু'আ করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তিনি ব্যক্তরি দু'আ ফরিয়ৈ দেয়া হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক। রোজাদার; ইফতার করার পূর্ব পর্যন্ত। মজলুমের দু'আ।

মুসনাদে আহমাদ (৮০৪৩), মুসনাদ কতিবেরে পাঠোদ্ধারকারী সম্পাদকগণ হাদিসটিকে অন্যান্য সহায়ক সনদ ও হাদিসেরে ভিত্তিতে ‘সহিহ’ বলছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলছেন:

রোজাদারের জন্ম রোজাপালনকালে নিজেরে জন্ম, প্রিয় মানুষেরে জন্ম এবং সকল মুসলমানেরে দুনিয়া ও আখরোতেরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।[আল-মাজমু (৬/৩৭৫)]

সাত:

রোজার দিন নমিনোক্ত বিষয়গুলো পালন করা মুস্তাহাব:

- মসজদি বসে বসে কুরআন তলোওয়াত করা ও আল্লাহর যকিরি করা।
- শেষে দশদিন ইতকিফ করা।
- তারাবীর নামায আদায় করা।



- বশেঁি বশেঁি দান সদকা করা ।

- পরস্পর কুরআন অধ্যয়ন করা । সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:  
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ বদান্য মানুষ । তিনি সবচেয়ে বশেঁি বদান্য হতনে রমজান মাসে; যখন জব্রাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন । জব্রাইল (আঃ) প্রতিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং একে অপরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন । নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত বাতাস চেয়ে অধিক বদান্য ছিলেন ।”

-অনর্থক ও বহুদা কাজে সময় নষ্ট না করা; যা তার রোজার উপর প্রভাব ফলেতে পারে যমেন অতিরিক্ত ঘুম, অতিরিক্ত ঠাট্টা মশকরা ইত্যাদি । নানা রকম খাবারদাবার নিয়ে ব্যতবিযস্ত না হওয়া । কারণ রোজা পালনকালে এগুলো তাকে অনেকে নকীর কাজ করা থেকে বরিত রাখবে ।

আর জানতে দেখুন [12468](#) ও [26869](#) নং প্রশ্নোত্তর ।

আল্লাহই ভাল জানেন ।